"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মা রূপী প্রদীপে যোগ রূপী ঘৃত ঢালো, তাহলে আত্মা শক্তিশালী হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - আত্মা রূপী ব্যাটারীকে শক্তিতে ভরপুর করার আধার কি ?

*উত্তরঃ - আত্মা রূপী ব্যাটারীকে শক্তিতে ভরপুর করার জন্য বুদ্ধিযোগের বল প্রয়োজন । বুদ্ধিযোগের শক্তির দ্বারা যখন সর্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করবে, তখনই ব্যাটারী ভরপুর হবে । যতক্ষণ ব্যাটারীতে শক্তি থাকবে না, ততক্ষণ জ্ঞানের ধারণাও হতে পারবে না । আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ রোশনাই আসতে সময় লেগে যায়, স্মরণ করতে করতেই সম্পূর্ণ রোশনাই এসে যায় ।

*গীতঃ- রাতের পথিক শ্রান্ত হয়ো না...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তো এই গীতের অর্থ শুনেছে যে, তোমরা বাচ্চারা এখন দিনে অর্থাৎ রোশনাইয়ে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । নতুন দুনিয়াতে তো রোশনাই আর রোশনাই । পুরানো দুনিয়াতে অন্ধকার আর অন্ধকার । এ হলো ব্রহ্মার ঘোর অন্ধকারের রাত । তোমরা এখন প্রভাতের দিকে যাচ্ছো । বাবা বাচ্চাদের বলেন, এই বুদ্ধির যোগ লাগাতে লাগাতে পরিশ্রান্ত হয়ে যেও না । তোমরা যত যোগ লাগাও ততই প্রকাশ হতে থাকে । আত্মা রূপী প্রদীপের জ্যোতি, যা নিভু নিভু রয়েছে, তা আবার উজ্জ্বল হতে থাকে । ওই ইলেকট্রিকে তো চট করে কারেন্ট এসে যায় কিন্তু আত্মার সম্পূর্ণ রোশনাই আসাতে সময় লাগে । অন্তিম সময় পর্যন্ত তা সম্পূর্ণতা এসে যাবে । তোমাদের যোগযুক্ত হয়ে থাকতে হবে, মোটর গাড়ির ব্যাটারীও পুরো রাত ধরে চার্জ করা হয় । এও তেমনই মোটর । এতে এখন ঘৃত শেষ হয়ে গেছে, বা শক্তি কম হয়ে গেছে । বাবাকে তো পাওয়ারফুল সর্বশক্তিমান বলা হয়, তাই না । এই ব্যাটারীতে যোগবলের বুদ্ধি ছাড়া পাওয়ার আসতে পারে না । সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হলেই সম্পূর্ণ ব্যাটারী ভরপুর হয় । আর এই ব্যাটারী ভরপুর হওয়া ব্যতীত জ্ঞানও ধারণ হতে পারবে না । বাবা প্রতি মুহূর্তে বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো । 'মন্মনাভব' এই কথা কতো সহজ । মানুষ তো রাম - রাম জপ করে, আর চায় রামরাজ্য হোক, কিন্তু এভাবে রাম - রাম জপ করলে তো রামরাজ্য হবেই না । এমন রাম - রাম তো তোমরা গঙ্গার উপকণ্ঠে বসে জন্ম - জন্মান্তর ধরে অনেকই করে এসেছো । এ তো কেউ জানেই না যে, রামরাজ্য কাকে বলা হয় । অবশ্যই রামই রামরাজ্য বানাবেন । ওদের বুদ্ধিতে সীতা - রামের রাজ্য এসে গেছে। কিন্তু ওই রামরাজ্যে তো রামেরই শান্তি ছিলো না । রাজা রামেরই স্ত্রী চুরি হয়ে গিয়েছিলো, তাহলে প্রজার কি অবস্থা হবে । এখানেও তো রাজাদের স্ত্রী কখনোই চুরি হয় না, এরা আবার রাম - সীতার কথা বলে দেয় । এ খুবই বোঝার মতো কথা । বাস্তবে রাম তো পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয় । মানুষ গেয়েও থাকে, তুমি মাতা - পিতা... এখন মাতা - পিতা কে, যাঁর জন্য এই গান গাওয়া হয় ? এক তো হলো লৌকিক মাতা - পিতা । তাদের তো এমন মহিমা করা হবে না । তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয় পরমপিতা আছেন, তাহলে অবশ্যই মাতাও হওয়া প্রয়োজন । তাই মহিমা করা হয় পারলৌকিক মাতা - পিতার । মানুষ জিজ্ঞেস করে, সৃষ্টিকর্তা কে ? তখন চট করে বলবে গড ফাদার । তাহলে সিদ্ধ হলো তো, যে মাতা - পিতা আছেন । এই সময়ই দুইজন মাতা - পিতা হয়। সত্যযুগে কেবল একজন মাতা - পিতা হয়। লৌকিক মাতা - পিতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ এখানে গেয়ে থাকে, তুমি মাতা - পিতা....এই সময় আমরা বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে অতি সুখ পাই, তারপর আমাদের একজন মাতা - পিতা হয়ে যায় । পারলৌকিক মাতা - পিতার দ্বারা সত্যযুগের প্রালব্ধে গভীর সুখ প্রাপ্ত হয়, সেই মাতা - পিতারই এতো মহিমা । তবুও এমন বাবাকে বাচ্চারা স্মরণ করতে ভুলে যায় । বাচ্চারা, তোমাদের তো সবাইকে বাবার পরিচয় দান করতে হবে যে, বাবা এসেছেন । সবসময় শিব বাবা আর ব্রহ্মা বাবা বলা হয়ে থাকে । প্রজাপিতার নামও তো উজ্জ্বল । শিব বাবা, ব্রহ্মা বাবা । লৌকিক বাবা, আর উনি পারলৌকিক পরমপিতা, তিনি আবার কিভাবে মাতা - পিতা হন, এ খুবই গুহ্য কথা । কেউ যখন আসে, প্রথমে এই কথা জিজ্ঞেস করো, পরমপিতা পরমাত্মা তোমার কে হন ? প্রজাপিতা তোমার কে হন ? অম্বাও যখন গুপ্ত, এই ব্রহ্মাও গুপ্ত । এই ব্রহ্মা হলেন বড় মা । লৌকিক বাবার তো নাম - রূপ - দেশ - কাল সবই জানে । এখন তোমরা ওদের পারলৌকিক মাতা - পিতার নাম - রূপ - দেশ - কাল বলে দাও । মাম্মারও ইনি বড় মাম্মা । বড় মাম্মার দ্বারা বাচ্চাদের দত্তক নেওয়া হয়, তাই মাতা - পিতা কম্বাইন্ড হয়ে যায় । এনাদের মাতা - পিতা অথবা বাপদাদাও বলা হয় । কাউকে বোঝানোর জন্য খুব তীক্ষ্ণ যুক্তির প্রয়োজন তোমাদের বড় বোর্ডের উপর লেখা উচিত যে, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে সবাই স্মরণও করে, কিন্তু একথা জানে না যে তিনি কীভাবে মাতা - পিতা হলেন । মানুষের এতটুকু বুদ্ধিও নেই, কেননা এই কথা হলো খুবই বিচিত্র, যা একমাত্র বাবা এসেই শোনান । আত্মা ডাকে -- ও পরমপিতা পরমাত্মা, তিনিও আত্মা, কিন্তু তিনি সুপ্রীম ।

সুপ্রীম অর্থাৎ পরম । তিনি পরমধামে থাকেন । তিনি তো নিজে জনম - মরণে আসেন না, তিনি এসে আমাদের মতো বাচ্চাদের পতিত জনম - মরণের চক্র থেকে মুক্ত করেন । তিনি পবিত্র জন্ম - মৃত্যু থেকে মুক্ত করেন না । তিনি পতিত আত্মাকেই পবিত্র আত্মা করেন, তাই তাঁকে পতিত পাবন বলা হয় । মানুষ তো রাম - সীতার অর্থও বোঝে না । বাস্তবে সমস্ত ভক্তরাই হলো সীতা । তারা এক সাজন পরমাত্মার স্মরণই করে ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, এই সময় সমস্ত দুনিয়াতে রাবণ রাজ্য । কেবল লঙ্কাতে নয় । রাবণকে এখানেই দহন করা হয় । লঙ্কা তো হিন্দুস্থানে নয় । সে তো বৌদ্ধদের পৃথক খণ্ড । এই সময় সমগ্র দুনিয়া রাবণের বন্ধনে আছে । সম্পূর্ণ দুনিয়াতে রাবণের রাজ্য । অর্ধেক কল্প হলো রামরাজ্য আর অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য । অর্ধেক কল্প দিন আর অর্ধেক কল্প রাত । এইসব কথা বুদ্ধিতে রাখার । এই সময় তোমরা রাবণকে জয় করছো । যে সম্পূর্ণ বিজয়ী হবে, সে-ই মালিক হতে পারবে । সত্যযুগ আদিতে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো । তাঁরা এই স্বর্গের প্রালব্ধ কোথা থেকে এবং কীভাবে পেয়েছিলো । সত্যযুগে অনেক অল্প মানুষ থাকবে । লাখের আন্দাজে মানুষ থাকবে । যমুনার উপকণ্ঠে রাজধানী হবে । ওখানে কোনো বিকার থাকেই না । বলাই হয়, সম্পূর্ণ নির্বিকারী । ওখানে বাচ্চার জন্মও যোগবলের দ্বারাই হয় । ওখানে কান্নাকাটি, মারপিট কিছুই হয় না, কিন্তু প্রথমে এই কথা বলো না । প্রথমে এই কথা বলো যে, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা আর আমরা আত্মারাও পরলোক থেকে আসি, তাহলে পারলৌকিক পরমপিতার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? এক নম্বর কথাই হলো এটা । প্রথমে এই বাবার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা বলো, তারপরে মা আর উত্তরাধিকারের সম্বন্ধেও বলবে । এক অল্ফকে (আল্লাহ) ভুলে যাওয়ার কারণেই মানুষ সবকিছু ভুলে গেছে । রাবণ সবার প্রথমে অল্ফকেই ভুলিয়ে দিয়েছে, তারপর এই অল্ফ বা ঈশ্বরের সাহায্যেই আত্মারা রাবণকে জয় করে । বোঝানোর মতো পয়েন্টস তো অনেকই আছে । প্রদর্শনীতে মূখ্য কথা হলো এই অল্ফ বা ঈশ্বরকে বোঝানো । অল্ফের পরেই বে বা বাদশাহী বা উত্তরাধিকার এসে যায় । অল্ফকে না বুঝতে পারলে কিছুই বুঝতে পারবে না, যতই মাথা ঠুকতে থাকো না কেন । পরমপিতা আছেন তাই পিতার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় । বাবার এই উত্তরাধিকার পেলে উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে যায় । ত্রিমূর্তির উপর বোঝানো কতো সহজ । উপরে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, নীচে লক্ষ্মী - নারায়ণ আর উত্তরাধিকার, এই বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছে । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে । বাচ্চারা বলে -- বাবা, আপনি তো নিরাকার, আপনি কীভাবে উত্তরাধিকার দেবেন । বাচ্চারা, আমি এই ব্রহ্মার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রদান করি । যারা আসবে, তাদের এই বিষয়ের উপরই বোঝাও । মূল বিষয়ই হলো ত্রিমূর্তির । ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার তো কোনো অর্থই নেই । তোমাদের বোঝাতে হবে -- এই নিরাকার শিববাবা, তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় । তারপর এই উত্তরাধিকার । এখন বাবা তো হলেন নিরাকার । তাহলে এই লক্ষ্মী - নারায়ণ উত্তরাধিকার কীভাবে পেলেন, কোথা থেকে এলো ? তোমরা এখানে তোমাদের বিষ্ণু কুমার বলো না । তোমরা তো হলে বি.কে. । ব্রহ্মাপুরী মানুষেরই বলা হয় । যেখানে বিশেষ করে ব্রাহ্মণ রচনা করা হয় । সিন্ধুতেও ব্রহ্মাপুরী ছিলো, একথা কে বুঝিয়েছেন ? শিববাবা । তোমাদের সবসময় বলতে হবে, বাপদাদা কম্বাইন্ড । কখনো বাবা, আবার কখনো দাদা বলবে । দুই আত্মার মুখ তো একই, তাই না । যখন যাকে চাইবে, তাকেই ব্যবহার করবে । বন্ধন তো নেইই । তাই প্রথম কথা হলো, জ্ঞানের সাগর গীতার ভগবান বাবা, তিনি বলেন - এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর তো সূক্ষ্ম বতন বাসী দেবতা । এই ব্রহ্মা তো মানুষ, যখন সম্পূর্ণ হবেন, তখন তাঁকে দেবতা বলা হবে । এই তপস্যা করে তারপর দেবতা হয় । এই ব্রহ্মাকুমার, কুমারীদের ভগবান ব্রহ্মার দ্বারা শেখান । চিত্রের উপর খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে । এই বোঝানো খুবই সহজ । এই হলেন শিব বাবা, আর এই তাঁর উত্তরাধিকার । এই শিব তো নিরাকার, তাই তিনি ব্রহ্মার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রদান করেন । ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা হয় । অবশ্যই এমন হওয়ার জন্য তিনি এখন রাজযোগ শিখছেন । এই হলো শিব পুরী, আর ওই হলো বিষ্ণুপুরী । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অল্ফের (ঈশ্বর) স্মরণে মায়া রাবণকে জয় করতে হবে । সবাইকে অল্ফের পরিচয় দিতে হবে ।

২) স্মরণের যাত্রায় পরিশ্রান্ত হবে না । নিজের ব্যাটারীকে চার্জ করার জন্য সর্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।

বরদানঃ- এক বাবার স্মরণের দ্বারা একরস স্থিতির অনুভব করে সার স্বরূপ ভব

একরস স্থিতিতে থাকার সহজ বিধি হলো একের স্মরণ । এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় । বীজের মধ্যে

যেমন সবকিছুই নিহিত থাকে, তেমনই বাবাও হলেন বীজ, যাতে সর্ব সম্বন্ধের সর্ব প্রাপ্তির সার নিহিত আছে । এক বাবাকে স্মরণ করা অর্থাৎ সার স্বরূপ হওয়া । তাই, এক বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নয় -- এই একের স্মরণই একরস স্থিতি তৈরী করে । যে এক সুখদাতা বাবার স্মরণে থাকে, তার কাছে দুঃখের ঢেউ কখনোই আসতে পারে না । তার স্বপ্নও সুখের, খুশীর, সেবার আর মিলন উৎসবের হয় ।

স্লোগানঃ- শ্রেষ্ঠ আত্মাদের জাগ্রত যারা করে, তারাই হল প্রকৃত বংশ প্রদীপ (কুল দীপক) ।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

"পরমাত্মার কাছে লটারীর প্রথম পুরস্কার কেন জিতবো না"

দেখো, অনেক মানুষই এমন মনে করে যে, অল্প পুরুষার্থ করলেই আমরা তো বৈকুন্ঠে চলে যাবো, কিন্তু তাদের এই কথা ভাবা উচিত যে, পরমাত্মা বাবা এসেছেন, তাই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য স্টুডেন্টদের কাজ হলো সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে স্কলারশিপ নেওয়া, তাই প্রথম পুরস্কারের লটারী কেন জিতবো না ? এ হলো বিজয় মালায় গ্রথিত হওয়া । বাকি যারা দুই লাড্ডু ধরে বসে আছে যে, এখানকারও সুখ ভোগ করবো, আর ওখানেও বৈকুন্ঠে কিছু না কিছু সুখ পাবো, এমন চিন্তা যারা করে তাদের মধ্যম বা কনিষ্ঠ পুরুষার্থী বলা হবে, নাকি সর্বোত্তম পুরুষার্থী বলা হবে ? বাবা যখন দেওয়াতে কার্পণ্য করেন না, তখন নেওয়ার ব্যাপারে তোমরা কেন কাতর হও ? তাই তো গুরু নানক বলেছিলেন, পরমাত্মা তো দাতা, তিনি সমর্থ, কিন্তু আত্মার নেওয়ারও কোনো শক্তি নেই দাতা দিতেই থাকবেন, কিন্তু গ্রহীতা পরিশ্রান্ত হয়ে যাবে, তোমাদের মনে আসবে, আমরা কেন চাইবো না যে, আমরা এই পদ পাই, কিন্তু দেখো বাবা তোমাদের কতো পরিশ্রম করেন, তবুও মায়া কতো বিঘ্ন উৎপন্ন করে, কেন ? এখন মায়ার রাজ্য সমাপ্ত হয়ে যাবে । এখন মায়া সমস্ত সার বের করে দিয়েছে, তাই তো পরমাত্মা আসেন, যাঁর মধ্যে সমস্ত রস বিলীন হয়ে আছে, যাঁর থেকে সমস্ত সম্বন্ধের রস পাওয়া যায়, তাই তো ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা... ইত্যাদি মহিমা সব পরমাত্মারই, তাই এই সময়েরই বলিহারি যে এমন সম্বন্ধ পেয়েছি । আচ্ছা - ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;